বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বেড়াডাঙ্গা-শিমুলিয়া কমিউনিটি নেটওয়ার্ক

(একটি স্বেচ্ছাসেবী ও মানবিক সংগঠন)

বেড়াডাঙ্গা,ঘিওর,মানিকগঞ্জ।

স্থাপিত: ০১-০১-২০২৬

(খসড়া সংবিধান / নিয়মাবলি)

১। সংগঠনের মূলনীতি

ক) **বেড়াডাঙ্গা-শিমুলিয়া কমিউনিটি নেটওয়ার্ক** একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও দাতব্য সামাজিক সংগঠন।

খ) এই সংগঠন মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সততা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

গ) সংগঠনের সকল কার্যক্রম জনগণের কল্যাণ, সামাজিক উন্নয়ন এবং মানবসেবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে।

ঘ) সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা কিংবা ব্যক্তিস্বার্থমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না।

ঙ) সংগঠনের কোনো সদস্য ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে সংগঠনের নাম, লোগো বা পরিচয় ব্যবহার করতে পারবেন না।

চ) সংগঠন সর্বদা স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে এবং প্রয়োজনে আয়-ব্যয়ের হিসাব সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করবে।

ছ) সংগঠনের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা ও ঐক্য বজায় রাখা হবে।

জ) সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

ঝ) সংগঠন সমাজের সকল শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের মানুষের জন্য সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিশ্চিত করবে।

ঞ) সংগঠনের কোনো সম্পদ, তহবিল বা সুযোগ ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ট) সংগঠন সমাজের দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা প্রদান করবে।

ঠ) সংগঠন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক সংকট ও জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট থাকবে।

ড) সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো বক্তব্য, আচরণ বা কর্মকাণ্ড থেকে সকল সদস্য বিরত থাকবে।

ঢ) সংগঠনের সকল কার্যক্রম দেশীয় আইন, সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রচলিত নিয়ম-কানুনের আলোকে পরিচালিত হবে।

ণ) সংগঠনের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) সমাজের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

খ) মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সমাজে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা।

গ) দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে নিয়মিত ও জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড, নদীভাঙন ও অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জরুরি সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) এতিম, অনাথ ও অসহায় শিশুদের শিক্ষা, খাদ্য, পোশাক ও নৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

চ) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান এবং শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ছ) অসহায়, প্রতিবন্ধী, শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান করা।

জ) সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করা।

ঝ) সমাজে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঞ) সামাজিক অবক্ষয় রোধ, মাদকবিরোধী কার্যক্রম ও নৈতিকতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ট) সমাজে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঠ) বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ও সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ড) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঢ) ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সামাজিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

ণ) সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করা এবং স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা গড়ে তোলা।

ত) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা করা।

থ) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩। আয়ের উৎস

ক) সংগঠনের সকল সদস্যের নিয়মিত মাসিক চাঁদা, বার্ষিক চাঁদা ও স্বেচ্ছাসেবী অনুদান।

খ) দেশীয় বা প্রবাসী দাতা ব্যক্তি, শুভানুধ্যায়ী ও সমাজসেবামূলক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের দান ও অনুদান।

গ) সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা কিংবা দাতা সংগঠন থেকে প্রাপ্ত অনুদান, সহায়তা বা মঞ্জুরি।

ঘ) ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়, বৈধ বিনিয়োগ অথবা অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বা মুনাফা।

ঙ) সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বৈধ ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচি, ক্যাম্পেইন বা কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয়।

চ) সংগঠনের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প, উদ্যোগ বা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

ছ) আইনসম্মত ও নৈতিক উপায়ে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার অনুদান বা আয়, যা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪। ব্যয়ের খাত

ক) সংগঠনের সকল আয় ও তহবিল শুধুমাত্র সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হবে।

খ) দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত ত্রাণ বিতরণ, সমাজসেবামূলক ও মানবিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় ব্যয় করা হবে।

ঘ) এতিম, অনাথ ও অসহায় শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় করা হবে।

ঙ) স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির, রক্তদান কর্মসূচি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।

চ) সংগঠনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সীমিত ব্যয় (যেমন—খাতা, কাগজপত্র, যোগাযোগ ও সভা ব্যয়) করা যাবে।

ছ) সংগঠনের স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা যাবে।

জ) সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠান, সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য ব্যয় করা যাবে।

ঝ) পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা যাবে।

ঞ) সংগঠনের কোনো অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বা উদ্দেশ্যবহির্ভূত কাজে ব্যয় করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ট) ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন বাধ্যতামূলক হবে।

৫। সদস্যপদ বিলুপ্তির কারণ

ক) কোনো সদস্য যদি সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন, সংগঠনের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপে জড়িত হন অথবা সংগঠনের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এমন আচরণ করেন।

খ) কোনো সদস্য আর্থিক অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ, জালিয়াতি বা তহবিল ব্যবস্থাপনায় অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে প্রমাণিত হলে।

গ) সংগঠনের কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করলে।

ঘ) কোনো সদস্য সংগঠনের সিদ্ধান্ত অমান্য করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সংগঠনের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করলে।

ঙ) কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় লিখিত বা মৌখিকভাবে সদস্যপদ ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে।

চ) কোনো সদস্য পরপর তিন (৩) মাস নির্ধারিত মাসিক চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে।

ছ) কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে অথবা শারীরিক বা মানসিকভাবে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে।

জ) কোনো সদস্য আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে।

ঝ) সংগঠনের স্বার্থে বিশেষ ও প্রাসঙ্গিক কারণে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে কোনো সদস্যকে বহিষ্কার করা যেতে পারে।

ঞ) সদস্যপদ বাতিল বা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে নথিভুক্ত থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হবে।

ট) সদস্যপদ বাতিল বা বহিষ্কৃত কোনো সদস্য সংগঠনের অর্থ, সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার ওপর কোনো প্রকার দাবি করতে পারবেন না।

৬। সদস্যদের মাসিক চাঁদা প্রদানের নিয়ম

ক) **বেড়াডাঙ্গা-শিমুলিয়া কমিউনিটি নেটওয়ার্ক** –এর প্রত্যেক সদস্যকে নির্ধারিত হারে নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

খ) সংগঠনে মাসিক চাঁদা প্রদানের জন্য তিনটি ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হলো:

১) মাসিক চাঁদা ২০ (বিশ) টাকা।

২) মাসিক চাঁদা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।

৩) মাসিক চাঁদা ১০০ (একশত) টাকা।

গ) কোনো সদস্য নিজের আর্থিক সক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত ক্যাটাগরি নির্বাচন করতে পারবেন।

ঘ) মাসিক চাঁদা প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নগদ বা সংগঠনের নির্ধারিত মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

ঙ) কোনো সদস্য যদি মাসিক চাঁদা একসাথে একাধিক মাসের জন্য দিতে চান, তবে এটি অবশ্যই আগাম (অগ্রিম) প্রদানের মাধ্যমে করতে হবে।

চ) কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সংগঠন ত্যাগ করলে বা বহিষ্কৃত হলে তিনি পূর্বে প্রদানকৃত চাঁদা বা অনুদানের কোনো প্রকার ফেরত দাবি করতে পারবেন না।

ছ) পরপর তিন (৩) মাস মাসিক চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জ) মাসিক চাঁদা প্রদানের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং প্রয়োজনে সদস্যদের অবগত করা হবে।

৭। সাংগঠনিক অনুষ্ঠানাদি

ক) সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনে সাংগঠনিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।

খ) প্রয়োজন বা সুযোগ দেখা দিলে প্রতি বছর একটি ওয়াজ মাহফিল আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যা নৈতিক শিক্ষা, মানবিকতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

গ) রমজান মাসে প্রয়োজনে ইফতার মাহফিল আয়োজন করা যেতে পারে, যাতে সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় জনগণ একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ঘ) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহার পর প্রয়োজনে একটি ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা যাবে।

ঙ) জাতীয় বা সামাজিক বিশেষ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল বা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে, যদি প্রয়োজন বা সুযোগ থাকে।

চ) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ থাকতে পারে।

ছ) সকল অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, শালীন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে আয়োজন করার চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানগুলো ইসলামিক বিধি অনুযায়ী হালাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে, যাতে কোনো প্রকার হারাম বা নিষিদ্ধ কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়।

জ) অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে সংগঠনের আর্থিক সামর্থ্য, স্থানীয় বাস্তবতা এবং সদস্যদের মতামত বিবেচনা করা হবে।

ঝ) এসব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হবে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সংগঠনের কার্যক্রমের প্রতি সদস্য ও সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

৮। উপসংহার ও অঙ্গীকারনামা

আমরা, **বেড়াডাঙ্গা-শিমুলিয়া কমিউনিটি নেটওয়ার্ক**–এর সকল সদস্য, এই অঙ্গীকার করছি—

ক) আমরা আমাদের সব কার্যক্রমে সদাচরণ, সততা, নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখব।

খ) আমরা আমাদের সময়সীমা, ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করে দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করব।

গ) আমরা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রভাব বা অন্যান্য স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডকে সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে দেব না।

ঘ) আমরা পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতা বজায় রাখব এবং সংঘাত ও দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলব।

ঙ) আমরা প্রয়োজনে ও সক্ষমতার মধ্যে থেকে ত্রাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অংশগ্রহণ করব।

চ) আমরা সংস্থার মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আয়-ব্যয় ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

ছ) আমরা সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব এবং দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, অসহায় ও এতিম শিশুদের পাশে দাঁড়াব।

জ) আমরা স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব ও সমাজসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করব এবং অন্যদেরকেও এই কাজের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করব।

ঝ) আমরা বিশ্বাস করি—একটি সুস্থ, দায়িত্ববান ও স্বচ্ছ সংগঠনই সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে।

আমরা সেই বিশ্বাস ও অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাব।

☞ **বেড়াডাঙ্গা-শিমুলিয়া কমিউনিটি নেটওয়ার্ক** সেই দায়িত্ববোধ থেকেই কাজ করে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

“সমাজের কল্যাণে, মানুষের পাশে”